দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 OCT 2008

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে স্থানীয়দের সাড়ে ৪ কোটি টাকা অনুদান

চল্লিশ উপজেলার তিন হাজার স্কুলে 'নিবিড় কার্যক্রম' চলছে

॥ নিজামুল হক ॥

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ এবং মান উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর অংশ হিসাবে, স্কুল পর্যায়ে শুরু হয়েছে 'নিবিড়' কার্যক্রম। স্কুলের পরিবেশ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত এবং কার্যকর করারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে দেশের ৪০টি উপজেলায় এ নিবিড় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এসব উপজেলার ২ হাজার ৯৭১টি বিদ্যালয়ের জন্য স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে সাড়ে চার কোটি টাকা পাওয়া গেছে। এগুলো খরচ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমে। সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য গৃহীত দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিডিইপি-২) আওতায় এ কাজের তদারকি চলছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পিডিইপি-২ এর যুগ্ম পরিচালক চৌধুরী মোফাদ আহমদ বলেন, সরকারের একার পক্ষে শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা জরুরি। এ লক্ষ্যেই স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকে আরো সম্পৃক্ত ও কার্যকর করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ নিবিড় কার্যক্রমের জন্য দেশের দক্ষ, প্রতিশ্রুতিশীল ও ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন ৪০ জন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বাছাই করে সংশ্লিষ্ট উপজেলার শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়নের দায়িত্ব দেয়। প্রাথমিকভাবে ৪০টি উপজেলার কাজ শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রমের সাফল্যের পর অন্য উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, নিবিড় কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশ ও শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার ৯২টি বিদ্যালয়ে স্থানীয় জনগণ উন্নয়ন খাতে ৬০ লাখ টাকার বেশি ব্যয় করেছেন। বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার ১২ টি বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য স্থানীয় জনগণ আনন্দ-পার্ক তৈরি করে দিয়েছেন। এতে খরচ হয়েছে দেড় হাজার টাকা করে। এভাবে ৪০টি উপজেলার স্কুলের জন্য স্থানীয়রা ৪ কোটি টাকার বেশি দিয়েছেন। ৪০টি উপজেলায় ৫ হাজার ২২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২ হাজার ৯৭১টি এ কার্যক্রমের আওতায় এসেছে।

এ বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ৬১ ধরনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশনা কে কে বাস্তবায়ন করবেন তাও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা সহকারি শিক্ষা অফিসার ও প্রধান শিক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন। ৬১ টি নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন করা হলে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব বলে মনে করেন শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। নির্দেশনায় বিদ্যালয়ের সহজ প্রবেশ পথ রাখা, বিদ্যালয়ের সীমানা চিহ্নিত করে বেষ্টনী তৈরি, বিদ্যালয়ের মাঠ সমান রাখা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, বৃক্ষরোপণ, একই ধরনের মনিটরিং বোর্ড ব্যবহার, ছাত্র-ছাত্রীর জন্য পৃথক স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইউনিফর্ম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভা, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষার্থী- শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য শিক্ষা, নিরাপত্তা, বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা, শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার, বিদ্যালয় লাইব্রেরি, শিক্ষার্থীর আসন বিন্যাসসহ ৬১ ধরনের নির্দেশনা দেয়া হয়।

শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা শিক্ষা কর্মকর্তা ও বিদ্যালয়ের কার্যক্রম নজরদারি করছেন। শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাজে অবহেলার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সূত্র জানায়।